বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইলে আর ভক্তলক্ষণ-পরিচয় প্রশ্ন করিবার আবশ্যক কি? হাঁ, ইহা সত্য বটে; তথাপি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়েরই অনুবাদ করতঃ সেইসকল লক্ষণের মধ্যে শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্তগণ যে লক্ষণে উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠাদিরূপে বিবেচিত হইয়া থাকেন, সেইসকল লক্ষণ বিচারপূর্ব্বক আমার নিকটে বর্ণন করুন। তাহারই উত্তরে শ্রীহরি নামে দ্বিতীয় যোগীন্দ্র বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তম ॥১১।২

সেই সেই ভক্তগণের অনুভবের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় এমত মানসচিত্রের দ্বারা মহাভাগবতকে পরিচয় করাইতেছেন। পূর্ব্বে "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" ইত্যাদি শ্রীকবি যোগীন্দ্রের বাক্যের রীতি অনুসারে চিত্তদ্রব, হাস, রোদন প্রভৃতি যাহা অনুরাগের অনুভাবরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল এবং পৃথিবীকে নিজ অভীষ্ট শ্রীশ্যামসুন্দররূপে দর্শন করেন— এইরূপ বর্ণিত হইয়াছেন। সেই উক্ত প্রকারে যে জন চেতন, অচেতন সর্ব্বভূতে আপনার অভীষ্ট শ্রীভগবানের আবির্ভাব অনুভব করেন, অর্থাৎ যিনি যে শ্রীভগবৎস্বরূপে প্রেমবান্, সেই শ্রীভগবৎস্বরূপকে চেতন, অচেতন—সর্ব্বভূতে আছেন বলিয়া অনুভব করেন, তিনি উত্তম ভগবত। এস্থানে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—পূর্ব্বে "খং বায়ুমগ্নিম্" ইত্যাদি শ্লোকে চেতন, অচেতন সর্ব্বভূতকে কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সকল ভূতকেই অভীষ্ট শ্রীভগবানরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন; স্থাবর-জঙ্গমের কোন মূর্ত্তি দেখেন না, সর্ব্বত্রই নিজ অভীষ্ট দেবকেই দর্শন করিয়া থাকেন। "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ"—এই শ্লোকে চেতন, অচেতন সর্ব্বভূতকেই আধার অধিকরণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্ব্বভূতাধিকরণে নিজ অভীষ্ট শ্রীভগবানকে দর্শন করেন। এস্থলে স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দর্শন করেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরেই নিজ নিজ অভীষ্ট শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন—এই দুইপ্রকার ভেদে এক উত্তম ভাগবতেরই মানস-অনুভবগত পার্থক্য দেখান হইয়াছে। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—উত্তম ভাগবতের নিজ অভীষ্টে অনুরাগের যখন গাঢ়তা প্রকাশ পায়, তখন আর স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দর্শন করেন না; সাক্ষাৎ নিজ অভীষ্ট শ্রীভগবানকেই দর্শন করেন। আবার যখন অনুরাগের কিছু তারল্য ঘটে, তখন স্থাবর-জঙ্গমের মূর্ত্তি দেখেন বটে কিন্তু প্রত্যেকেরই